বাংলাদেশ ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 NOV 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

017

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট প্রসংগে

বেশ কিছুদিন থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন চলছে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া । তার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের দু'টি দাবী মুখ্য। সেটির একটি হচ্ছে প্রচলিত ক্লাস টেস্ট বাতিল, অপরটি ছাত্র-বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি। যতদূর জানা যায়, এই ক্লাস টেস্ট প্রথা ১৯৭৪ সনে প্রথম প্রবর্তন করা হয়। এর পূর্বে ছিল না। জানা গেছে যে, এই ক্লাস টেস্টের সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই। যখন ইচ্ছা কর্তৃপক্ষ এই টেস্ট নিতে পারেন এবং এতে পাস না করতে পারলে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ বিষয়ে ফেল বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে ছাতর-ছাতরীদের দাবী হল এর অবসান অথবা এই টেস্টের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসারে নির্দিষ্ট তারিখ প্রবর্তন। জানা যায় যে, এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ পূর্বে বিবেচনার আশ্বাস দিলেও তা এখনও পর্যন্ত কার্যকরী করা হয়নি।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির হার বৃদ্ধি। সম্ভবতঃ মাসিক এই একশ' টাকার বৃত্তি ১৯৬৮ সন হতে চালু করা হয়েছে। আজ ১৯৮৮ সন চলছে এবং এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমাদের টাকার অবমূল্যায়ন কবা হয়েছে যার ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যয়ভার অস্বাভাবকি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির হার বৃদ্ধির দাবী অযৌক্তিক নয় এবং এই দাবীটির বিষয়ে ইতিপূর্বে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকবারই কর্তৃপক্ষের কাছে ধন্না দিয়ে আসছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনই ফলোদয় হয়নি।

সমস্যার সমাধানের পথ না খুঁজে কর্তৃপক্ষের একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া। সমাধানের কোন সুষ্ঠু পথ নয়। তাতে দু'পক্ষের শুধু তিক্ততাই বাড়বে এবং কর্তৃপক্ষের উপর ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুপ ধারণার সৃষ্টি হবে। তাই সমাধানের একটি সুষ্ঠু পথ খুঁজে বের করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদেক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

—ওয়াহিদুর রহমান,
এম, এস, এ, করিম রোড,
যশোর।